**মহাকালী**

**বন্দনা মিত্র**

আজ নবমী, রাত প্রায় বারোটা। দাদা বৌদি নিজেদের ছেলের সঙ্গে তুতুনকেও নিয়ে গেছে ঠাকুর দেখতে। রাতভোর ঠাকুর দেখবে, কাল ভোর হলেই তো মা দুর্গার ভাসান, এবারের মত বাপের বাড়ির মায়া কাটিয়ে কৈলাশে শ্বশুরবাড়ি ফিরবেন উমা। বসার ঘরে ছোট খাটে শুয়ে ঝিলিকের ঘুম আসছে না। বুঝতে পারছে, মাও ঘুমোয় নি । সামনের বারান্দায় পায়চারি করছে মেয়ের সঙ্গে একটা স্পষ্ট বোঝাপড়ার করতে। ষষ্ঠীর দিন যখন তুতুনের হাত ধরে দুটো ঢাউস স্যুটকেশ নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামে ঝিলিক তখন থেকেই মা প্রশ্নগুলো করে চলেছে। “তুষার কেন এল না? অফিসের চাপ? ট্যুরে গেছে? পূজোর সময় ট্যুরে যেতে দিলি কেন ?” আর যে প্রশ্নগুলো করতে গিয়েও গিলে নিচ্ছে –

* “ঝিলিকের ভুরুর নীচে কালশিটে কেন? পুজোর ভিড়ে ভ্যাপসা গরমে পুরোহাতা ব্লাউজ পরে আছে কেন? তুষার এই তিন দিনে একবারও ফোন করে নি কেন? এবং সবচেয়ে বড়কথা, ঝিলিক কবে নিজের বাড়ি ফিরবে?”

অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে ঝিলিক । শাড়ির খসখস আওয়াজ বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকলো, কপালে ঠান্ডা হাত , মায়ের নির্দোষ কৌতূহলমাখা গলা – “ঠাকুর দেখতে গেলি না, শরীরটা ভাল নেই? ” বাইরে বাবার চপ্পলের উৎকন্ঠ ঘিসঘিস।

* ন মা, শরীর ঠিকই আছে ।
* তুষার ফোন করেছিল, কবে ফিরবে ? এবার যেদিন তুষার তোদের নিতে আসবে আগে থেকে বলিস, বাবাকে বলে ভাল করে বাজার করিয়ে রাখতে হবে। ছেলেটাকে অনেকদিন ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াই নি। “ মায়ের হাতটা কপাল থেকে নেমে এসেছে বাহুমূলে, যেখানে তিনদিনের পুরোনো বেল্টের ঘায়ে এখনও ঘন বেগুনী কালশিটে পড়ে আছে। ব্যথায় শিউরে কেঁদে ওঠে ঝিলিক – “আমি আর ওখানে যাবো না মা, আর পারছি না, এবার আমি মরে যাবো। “

মায়ের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে ওঠে চুলের ফাঁকে। স্নেহ ঝড়ে পড়ে গলায় “ তাই কি হয় রে মা, সংসারে অশান্তি হয়, তা বলে স্বামীর ঘর কেউ ছাড়ে? ওটাই তো নিজের সংসার, যাই হোক ওখানেই থাকতে হয় মেয়েমানুষকে। আর এইটুকু ফ্ল্যাটে, দাদা বৌদির সঙ্গে, থাকবিই বা কোথায়?

বাবার গলা শোনা যায়, “একটু বোঝাও মেয়েকে, নিজে বিয়ে করে একবার আমার মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়েছে। এবার যেন যা করবে ভেবেচিন্তে করে। এমন হলে তো ওর জন্যে মুখ দেখানো যাবে না কোথাও। “ মা বলেন, “কটা দিন থাক না এখানে, মনটা একটু শান্ত হোক। লক্ষীপুজোর পর তুষারকে বল, এসে নিয়ে যাবে। ওকে একটা ফোন করিস কাল, ঝগড়াঝাঁটি করিস না, সংসার ধরে রাখতে গেলে মেয়েদের একটু সহ্য করতে হয়, মানিয়ে নিতে হয় মা।“

ওদিকে মা মেনকাও একই কথা বুঝিয়ে চলেন প্রাণের উমাকে –কাল দশমী, কিন্তু উমা এবার কিছুতেই ফিরতে চাইছে না। শরীরটা বড্ড ভেঙে গেছে মেয়েটার। বলে না মুখে, কিন্তু শুনেছেন, ভিক্ষে সিক্ষে করে সংসার চলে। জামাইএর আরো দুই সংসার আছে। তার ওপর আছে নেশা ভাঙ, সারাক্ষণই শ্মসানে মশানে পড়ে থাকেন। মেজাজটিও যুতের নয়, রাগ চড়লে তান্ডব নাচেন, । আরো অনেক উড়ো খবর কানে আসে, মেনকা ঝেড়ে ফেলে দেন। মেয়ের মা কে সব কথা শুনতে নেই। গিরিরাজের সংসার বলে কথা, একটা মান মর্যাদা আছে তো! মেয়ে সময়ে শ্বশুরঘরে ফিরতে না চাইলে যে নিন্দে হবে বড়। মেয়েটা এমন অবুঝ! একবার বিয়ে হয়ে গেলে সে তো তখন পরের বাড়ির বউ, দু দিন অতিথি হয়ে হাসতে খেলতে আসা। গড়িয়ে আসা দুফোঁটা চোখের জল মুছে আবার উমাকে বোঝাতে বসেন রাণী।

উমা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে বলে – “ রাত হল মা, যাও তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল আবার দশমী, আমার যাওয়ার আয়োজন করতে হবে।“ মেনকা রাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, দ্রুত চলেন গিরিরাজকে এই শুভ সংবাদ দিতে ।

উমা নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকে শূণ্য দেওয়ালের দিকে। নিজের অজান্তে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। ভাবে “ এইজন্যই তো আনন্দময়ী দুর্গার রূপ ছেড়ে বারবার আসতে হয় করালবদনা, লোলজিহ্বা, উলঙ্গিনী মহাকালী বেশে। যার কোন ঘর নেই, তাই শ্মশানে বাস। যে স্বয়ম্ভূ, যার কেউ নেই। যার চোখে ধ্বংসের আগুন এবং পায়ের তলায় শবের হয়ে পড়ে থাকা মহাকাল। “

শরত গিয়ে হেমন্তকাল এসেছে, কালীপূজো হয়ে গেছে এই সেদিন। রাতের শিশিরে ভিজছে উঠছে ভোরের দূর্বাঘাস। মোড়ের দোকানে প্রাতর্ভ্রমণকারীর দল ভাঁড়ের চায়ে ডুবিয়ে নানখাই বিস্কুটে কামড় দিচ্ছে। তাঁদেরএখন জোর তর্ক, উত্তেজনায় টানটান আলোচনা – “কি হচ্ছে আজকাল! ভদ্র মধ্যবিত্ত ছাপোষা ঘরের মেয়ে- বয়েসই বা কি! পচে মরবে সারা জীবন জেলে।“ “ আহা বাচ্চাটার কি হবে বলুন তো! বাবা তো খুন হল, মা’র খুনের দায়ে ফাঁসি হবে।“ “ ফাঁসি নাও হতে পারে। লোকটা খুব অত্যাচার করত। দেখছেন না রোজ টিভিতে? চালচলন ভাল ছিল না, নেশারু, বদস্বভাব। বউটাকে আধমরা করত রোজ। মুখ বুঁজে মার খেতে খেতে একদিন আর সহ্য করতে পারে নি, মাংসকাটার ছুরিটা দিয়ে ...।“

তুষার এখন মর্গে, পোস্টমর্টেমের অপেক্ষায়। তুতুন এখন মামারবাড়িতে, বড় চুপচাপ হয়ে গেছে মেয়েটা, কাঁদেও না আর। ঝিলিক পুলিশ কাস্টডিতে। এতদিনে ওর একটা নিজস্ব ঘর হয়েছে, সেল নাম্বার ৫।